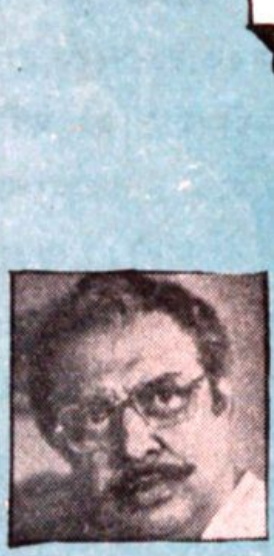

তারাশঙ্করের
অগ্রদানী
রঙীন
পলাশ ব্যানার্জী প্রোডাকসন্সের নিবেদন

পলাশ ব্যানার্জী প্রোডাকসন্স এর তৃতীয় নিবেদন।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় কাহিনী অবলম্বনে।

অগ্নিদানী

[ইষ্টম্যান কালার]

প্রযোজনা-চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর. এস. শুক্লার তত্ত্বাবধানে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় অন্তদৃশ্য গৃহীত। আলোক সম্পাতে : হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন দত্ত, বাদল সরকার, দেবেন দাস, সুখরঞ্জন দত্ত। রসায়নাগার : জেমিনি কালার ল্যাবরেটরী (মাদ্রাজ) সঙ্গীত গ্রহন ও শব্দ পুনঃ যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। সহকারী : পঞ্চুগোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার, শব্দগ্রহণ : বাবু সেনগুপ্ত। সহকারী : প্রতাপ কুমার পণ্ডিত, শিল্প নির্দেশনা : সূর্য্য চট্টোপাধ্যায়, সহকারী : অনিল পাইন, রূপসজ্জা : দেবী হালদার, সহকারী : বিমল মুখোপাধ্যায়। ক্যামেরা এবং শব্দ যন্ত্র : সিনেইক্যুপ. সাজসজ্জা : অজিত দাস, পরিচয়লিখন : দুলাল সাহা, কর্মসচিব : শান্তিশেখর চৌধুরী, ব্যবস্থাপনায় : পুলিন সামন্ত, সহকারী গৌরী দাস। সম্পাদনা : নিমাই রায় সহকারী : অনিল নন্দন, চিত্রশিল্পী : দীপক দাস। সহকারী : সুবীর রায়, অসীম বোস, বরুণ রাহা। সহকারী পরিচালনায় : বিবেক বকসি, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ বসু। কৃতজ্ঞতা স্বীকার : রতিলাল মাজেতিয়া। শ্যামল চক্রবর্ত্তী। গোয়াল পাড়ার প্রতিটি গ্রামবাসী : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ বন্দোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায়, নীলিমা বন্দোপাধ্যায়।

অভিনয়ে : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, প্রসেনজিৎ, প্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, তপতী ভট্টাচার্য্য, অরুনাভ অধিকারী, পার্থ মুখোপাধ্যায়, আশীষ চট্টোপাধ্যায়, সুমন্ত সরকার, বিমল দেব, নুপুর চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত রায় চৌধুরী, অরিন্দম বিশ্বাস, অসিত দে। সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, রজিৎ ঘোষ, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পি. কে. বন্দ্যোপাধ্যায়। নিতাই রায়, যীশু দাশগুপ্ত, তপন চট্টোপাধ্যায়, নিমাই ঘোষ, রাম ভট্টাচার্য্য। নীহার চক্রবর্তী, রজিৎ দেব, প্রবীর সাউটিয়া, হেমন্ত দাস, সুশরণ মণ্ডল, শংকর দে। স্মৃতি মুখোপাধ্যায়, মিতা বড়ুয়া। মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, মিঠু দাস, রাণী মুখোপাধ্যায়, সুনন্দিতা সেন, পুষ্প, বেলা। গীতরচনা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত। গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, সুবোধ মজুমদার। কণ্ঠ সঙ্গীতে : মান্না দে, কমল গঙ্গোপাধ্যায়, আলপনা মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা : কালিপদ সেন, সহকারী : দিলীপ রায়, কমল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রচার উপদেষ্টা : শ্রী পঞ্চানন, সহকারী : কল্যাণী দত্ত এম, এ, স্বপ্না দত্ত এম, এ, (বি, লিব) স্থিরচিত্র : সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় (রাজা) সহকারী : আর সি. অশোক।

● পরিবেশনা : শিবানী/এস. বি. ফিল্মস্ ●

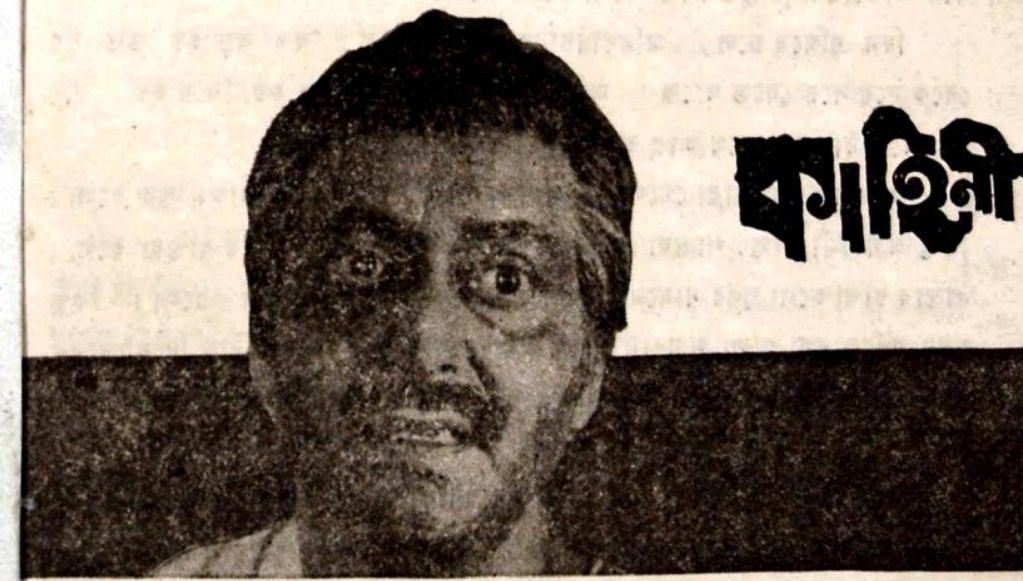

কাহিনী

সাদা-সিদে পূর্ণ চক্রবর্তী গ্রাম্য যাত্রা দলে কাজ করে। অধিকারী মহাশয়ের তামাক সাজা পদসেবা করা থেকে জন্মাষ্টমীতে বসুদেব সাজা সীতা উদ্ধারেতে হনুমান সাজা পর্য্যন্ত। ঘটনা চক্রে নবগ্রামে যাত্রা করা কালীন সীতা উদ্ধার করার নাম ক'রে ঐ গ্রামেরই অবগুনীয়া কন্যা হৈমবতীকে বিয়ে ক'রে ঐ গ্রামেই বসবাস করতে লেগে গেল।

দিন কেটে যায়। গ্রামের জমিদার বাড়ীতে ফাই ফরমাস খাটে তার ছোট খাটো পূজো অর্চনা করে কোন রকমে দিন কাটায়। পূর্ণর সংসারে লোক বাড়ে-ছেলে জন্মায়, মেয়ে জন্মায়, অভাব আরও চেপে ধরে। ষড় রিপু তাড়িত পূর্ণ এরই মধ্যে আনন্দ ক'রে দিন কাটায়।

জমিদার গিন্নীর সন্তান হয়। দুঃখের বিষয় সন্তান বাঁচে না। অক্ষমতার দোষ হয় জমিদার গিন্নীর। বংশ রক্ষার অজুহাতে জমিদারবাবুর আবার বিয়ে দেওয়ার কথা হয়। জমিদার গিন্নী কেঁদে পড়েন জমিদারবুর পায়ের ওপরে। শেষ সুযোগ মজবুত হয়। ঘটা ক'রে দান ধ্যান যাজ যজি. সবই হয়। শেষকালে পূর্ণকেও সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে জমিদার গিন্নির আঁতুর ঘরের দরজায় শোওয়াবার ব্যবস্থা করা হয়। যদিও পূর্ণ প্রথমে'রাজী হয়নি ঐ সময়ে তার স্ত্রীরও সন্তান হবে। কিন্তু দারিদ্র পীড়িতপূর্ণ সন্তানের কথা ভেবে রাজী না হয়ে পারেনি।

নির্দিষ্ট দিনে জমিদার গিন্নীর পুত্র সন্তান হয়। ও দিকে পূর্ণর স্ত্রীরও পুত্র সন্তান জন্মায়। জমিদারবাবুর চরিত্রহীনতার মূল্য দেয় সদ্যজাত শিশু নিজের জীবন দিয়ে। বর্ষনমুখর রাত্রে জমিদারবাবুর আঁতুর ঘরের দরজার সামনে মৃত শিশু নিয়ে পূর্ণর মাথায় চিন্তার শ্রোত বয়ে যায়। শেষ পর্যান্ত পূর্ণ তার নিজের সন্তানের সঙ্গে জমিদারবাবুর মৃত শিশু বদলা বদলি করে।

দিন এগিয়ে চলে। জমিদারবাবুর ছেলে বড় হয়। যত বড় হয় তত পূর্ণ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। জমিদারবাবুর ছেলের পৈতে হয়, বিয়ে হয়। পূর্ণ দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখে আর অসহায় ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

জমিদারগিন্নী মারা গেলেন। মহাসমারোহে শ্রাদ্ধের আয়োজন শুরু হলো। কিন্তু অগ্রদানী ব্রাহ্মণ পাওয়া গেল না। দরিদ্র পূর্ণকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রস্তাব রাখা হলো পূর্ণর সামনে। পূর্ণ আঁতকে উঠে প্রত্যাখ্যান করলো। কিন্তু যখন পূর্ণকে বলা হলো অগ্রদানী হলে জমিদারবাবু পূর্ণর মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন পূর্ণ তখন রাজী না হয়ে পারলো না। পূর্ণ জমিদার গিন্নীর শ্রাদ্ধের অগ্রদান গ্রহণ করলো।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। জমিদারবাবুর ছেলে মারা গেল। শাস্ত্রীর আইন অনুযারী পারলৌকিক কাজ হচ্ছে। জমিদারবাবুর দারোয়ান জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে এলো পূর্ণকে শ্রাদ্ধে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হবার জন্যে। পূর্ণ আর্ত চীৎকার করলো কিন্তু সত্যি কথাটা বলতে পারলো না। বোবা কান্নায় কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো.....।

সংগীত

(১)

পরীক্ষিতে সম্বোধিয়া কহেন মহামুনি
শুদ্ধচিত্তে হয় কৃষ্ণ জন্ম কথা শুনি।
হেথা মহামায়া হ'লো ভুবনে প্রচার
গর্জিল ভীষণ মেঘ আইলে আঁধার।
মুষলের ধারে পড়ে বরির্ষার ধার
যমুনা উজানে পড়ে বজ্র বারংবার।
জন্ম মৃত্যু বিরহিত নিজে যোগমায়া
সন্তান-রু-পেতে যায় যথা নদজায়া।
আর্বিভাব মাত্র তার যত জীবচর
মায়া আবরনে সবে মোহমুদ্ধ বয়
দ্বারের কপাট, আদি শৃঙলিত ছিলো
বসুদেব স্পর্শ হেতু সব মুক্ত হলো।
হেনকালে বসুদেব পুত্র কোলে করি
কাঁপিয়া নদীতে যান মুখে বলি হরি
মায়াতে প্রহরী যত হলো অচেতন
শৃঙ্খলে আবদ্ধ দ্বার হইল মোচন।
আপনি অনন্ত আসি শিশুর
বৃষ্টি নিবারিতে ফনা ধরে নিরন্তর।
যমুনা ছাড়িল পথ বসুদেব যায়
শৃগাল রূপেতে মায়া সে পথ দেখায়।
এত মনে ব্রজে গিয়ে বসুদেব ধীর
দেখেন সকলে ঘুমে রহিয়াছে স্থির

(২)

কেন কেন হেরিলাম তোরে
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল অন্তরে
সহজে অবধি মন-না জানে প্রেম কেমন
সাধে হয় পরাধীন নিশিদিন ভাবে পরে
কতকরি ভুলিবারে-মন তাতে নাহি পারে
যাবে যে ভাবনা করে সে জাগে অন্তরে।
শরমে মরম ব্যথা নারি প্রকাশিতে কোথা
জড়ের স্বপন যথা মরমে মরি গুমরে
কেন কেন হেরিলাম তোরে ॥

(৩)

শোন গাঁয়ের মাট-ঘাট, শোন বৃক্ষলতা
গ্রামবাসী প্রতিজনে শোন সুখের কথা
আমার বংশে দিতে বাতি
আমার ঘরে আসছে এবার আমার বাপের
নাতি
এতদিনে ঘুচলো বুঝি পাপ
আমার বউ হবে মা-আমি হবো বাপ।
না না না ছেলে নয় মেয়ে
প্রাণ জুড়োবে তারে পেয়ে।
বলছি আমি মেয়ে হবে, মেয়ে হবে।
দেখে নিও মেয়েই হ'বে ॥
একটি বোঁটায় দুটি ফুল
আমার হিসেব বউ এর হিসেব দুই হিসেবই
হলো ভুল।
এক ঢিলেতেই দুটো পাখি
এক আঁতুরেই পেয়ে গেলাম খোকার
সাথে খুকী।
শান্তিতে চোখ বুজবো যখন সুখে
আগুন পাবো আগুন পাবো আগুন পাবো
মুখে ॥

(৪)

তুমি আমার বাবা-আমি তোমার বুড়ো ছেলে
তোমার মুখে ঝরে হাসি আমায় বুকে পেলে।
আমায় মারো বকো শাসন কর
বুকে আমায় জড়িয়ে ধরো
করবো না আদর তোমায়
দুধ-ছানা না খেলে ॥
কাঁদলে বলো কে মেরেছে কে দিয়েছে গাল
আমার সোনা আমার কোলে থাকবে
চিরকাল—

(৫)

উমা আমার আসছে নাকি বাপের ঘরে
বলছে লোকে
আমার এই ভাঙা ঘর করতে আলো—
ভালোমুখের ভালো কথা শুনতে ভাল
কতদিন দেখিনা হায় মেয়েটার মুখটা আমি
ওকে দেখে জুড়িয়ে নেবো মা এর বুকটা
আমি
কাশ শিউলির দিন এসেছে নেই শ্রাবনের
মেঘের কালো।
বছরে একবারই সে মা-বাবাকে দেখতে
আসে
আমার হাতের নাড়ু মোয়া খেতে বড়
ভালোবাসে
সোনা-মুখ না দেখে যে কি ভাবে হায়
দিনটা কাটে
পরের ঘরে গেলেই কি আর মা-বাপেরই
ঋণটা কাটে
ঘরের মেয়ে আসছে ঘরে বরণ কুলোয়
প্রদীপ জ্বালো
উমা আমার আসছে নাকি বাপের ঘরে
আমার এই ভাঙা ঘর করতে আলো ॥

মুক্তি আসন্ন

দেবী পিকচার্স নিবেদিত

দীপঙ্কর
শিখা ব্যানার্জী
বিকাশ
মৃণাল
তপতী

প্রধান উপদেষ্টা শচীন অধিকারী

পরিচালনা মৃণাল ভট্টাচার্য সংগীত সুধীর-জগৎ

শিবানী পরিবেশিত

রাধা, পূর্ণ ও অন্যত্র

এস, বি, ফিল্মসের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে প্রকাশিত

মুদ্রণে: প্রনব রায় কর্তৃক প্রেস-লিঙ্ক— কলিকাতা-৭০০ ০০৯

পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও গ্রন্থনা: শ্রীপঞ্চানন